International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2023; 5(6): 19-21
Received: 20-04-2023
Accepted: 05-06-2023

Anuba Bala
Teacher, Department of Bengali, Govt Senior Secondary School, Ramkrishna Pur Little Andaman, Andaman & Nicobar Islands, India

Corresponding Author:
Anuba Bala
Teacher, Department of Bengali, Govt Senior Secondary School, Ramkrishna Pur Little Andaman, Andaman & Nicobar Islands, India

প্রকৃতি চেতনায় জীবনানন্দ দাশ

Anuva Bala

বিমূর্ত:-
আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। মায়ের সাহিত্য প্রতিভাই জীবনানন্দকে সাহিত্য সৃষ্টি সাধনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তার কাব্য প্রতিভা মূলত বিকাশ লাভ করেছিল মায়েরই প্রযত্নে ও উৎসাহে। মায়ের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এক গভীর অনুভূতি যা তার গলায় ব্রাহ্মসঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠত । জীবনানন্দের বাল্যকালে অনাবিল আনন্দ ও প্রীতিময় পরিবেশে প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। তারই ফলে বাল্যবয়স থেকেই রূপময় প্রকৃতির প্রতি তাঁর কবিমন আকৃষ্ট হয়েছিল। সেই ভোরের নির্মল আকাশ, শিশির ভেজা ঘাস, ধানের ক্ষেতে বয়ে যাওয়া উদ্দাম হাওয়ার মাতন, সেই নদীর চরের চিল ডাকা বিষণ্ন দুপুর, জলে ভাসা নৌকোর তন্ময় গলুই সবকিছু, বলা যায় প্রকৃতির সমস্ত বর্ণ, বৈচিত্র্য জীবনানন্দের কাছে এক অজানা সুদূরের হাতছানি হয়ে ধরা দিত।

মূলশব্দ: জীবনানন্দ দাশ, সাহিত্য, প্রকৃতি

মুখবন্ধ
সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত:-
জন্ম:- ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯[২] বরিশাল, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমান বাংলাদেশে)

মৃত্যু:- ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ (বয়স ৫৫)[২] কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মৃত্যুর কারণ:- ট্রাম দুর্ঘটনায়

জাতীয়তা:- বাঙালি

নাগরিকত্ব:- ব্রিটিশ ভারতীয় (১৮৯৯-১৯৪৭) ভারতীয় (১৯৪৭-১৯৫৪)

শিক্ষা:- স্নাতকোত্তর (ইংরেজি সাহিত্য)

মাতৃশিক্ষায়তন:- প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পেশা:- কবি ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, গীতিকার, সম্পাদক, অধ্যাপক

কর্মজীবন:- ১৯২৭–১৯৫৩

উল্লেখযোগ্য কর্ম:- সাতটি তারার তিমির, বনলতা সেন, রূপসী বাংলা

দাম্পত্য সঙ্গী:- লাবণ্য গুপ্ত

সন্তান:- (পুত্র) সমরা নন্দ দাস, (কন্যা) মঞ্জুশ্রী দাস

পিতা-মাতা:- সত্যানন্দ দাশ (পিতা), কুসুমকুমারী দাশ (মাতা)

পুরস্কার:- রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার (১৯৫২)

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৫)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি চেতনা:-

জীবনানন্দের কবি চেতনার পরতে পরতে - ক্রিয়াশীল ছিল গ্রাম বাংলার নৈসর্গিক পটচিত্র। ওঁর শেষের দিকের কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলায় (১৯৪৭) তাই কবিতার পর কবিতায় ফুটে উঠেছে রূপসী বাংলার বহু বর্ণিল ছবি। সেখানে আমরা পাই গ্রাম বাংলার ভিজে মাটির গন্ধ তমালের নীল ছায়া। আমাদের চোখে ভাসে কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলো শালিখের খয়েরি ডানা, ভোরের দোয়েল পাখি ছাতার মতো বড় পাতা, কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস এমনি আরো কত ছবি। বাংলার প্রকৃতি জীবনানন্দের প্রাণসত্তা এমনভাবে মিশে যায় যে তিনি গভীর মমতায় বলেন -

“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর”

জীবনানন্দ দাশের এই কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছে রয়েছে একান্ত প্রকৃতি লগ্ন দেশজ আবেগ ও আবেশ। এতে রয়েছে প্রকৃতির অকৃত্রিম ছবি ,তার সঙ্গে যোগ ঘটেছে অতীত গরিমার লোকায়ত ঐতিহ্যের। এভাবে নিসর্গ - চেতনার সঙ্গে ইতিহাস সচেতনতার মেলবন্ধন ঘটেছে।

বাংলার প্রকৃতির এই রূপ শুধু কবিকে অভিভূত করেনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেও তিনি উপলব্ধি করেছেন ইতিহাসের ঐতিহ্যকে, মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে করে চাঁদ চম্পার কাছে এমনই হিজল - বট তমালের নীল ছায়া বাংলার 'অপরূপ রূপ'- দেখেছিল রূপসী বাংলা কাব্যে কবির জীবন - অনুরাগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রকৃতি। সেই জন্যেই তিনি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে হয়তো শঙ্খচিল শালিখের বেশে হয়তো নবান্নের সময়ে ভোরের কাক হয়ে আবার বাংলার বুকে জন্ম নিতে চেয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ জীবন ও প্রকৃতিকে যেমন এক করে দেখেছেন এবং প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন নতুন উপমা ও উৎপ্রেক্ষা । তিনি প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখেই শুধু ক্ষান্ত হননি, দেখেছেন এর অন্তর্লীন রূপ প্রকৃতির স্পর্শ গন্ধও তার কবিতায় শব্দমালায় তিনি গ্রথিত করেছেন।

'বনলতা সেন '(১৯৪২) কাব্যগ্রন্থেও প্রকৃতি এসেছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে। এখানেও কবির প্রকৃতি চেতনায় মন মুগ্ধ ও আবেগময় প্ৰকাশ ঘটেছে। প্রকৃতি এখানে প্রশান্তি ও স্থিরতার এক জগৎ। বাস্তবতার ক্লান্তি ও জ্বালা, হতাশা ও অস্থিরতার বিপরীতে প্রকৃতি এখানে মুক্তি ও শান্তির দিশা স্বস্তির আশ্রয়ভূমি। ‘সুচেতনা’ কবিতায় কবি এক শুভ চেতনার কথা ব্যক্ত করেছেন। কল্পনায় দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন এই চেতনার সবুজে বিরাজ করছে নির্জনতা। অর্থাৎ এই শুভ চেতনা সর্বত্র বিস্তারিত বলে কৰি অনুভব করেন –

“সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি - বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আছে।"

কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সুক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন। বিশেষ করে গ্রামবাংলার নিসর্গের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা চলে না। সেই নিসর্গের সঙ্গে

অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্র যুক্ত হয়ে তার হাতে অনন্যসাধারণ কবিতাশিল্প রচিত হয়েছে। 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও তার রহস্যময়তার কথা তুলে ধরেছেন। ভোরের সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণকে কবি পাকা করমচার সাথে তুলনা করেছেন।

"সেখানে গাছের নাম: কাঁঠাল অশ্বত্থ, বট, জারুল হিজল,

সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের সঙ্গে জাগছি অরুণ;"

জীবনানন্দ দাশ তার অন্তমি পর্যায়ের অনেক কবিতাতে প্রকৃতির প্রশান্তির কাছে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। পৃথিবীর ঘাস ও নীলাকাশের ব্যাপ্তির মধ্যে পেয়েছেন হৃদয়মূল্যক। প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরতি হরিতের পথে গ্লানিমুক্ত আলোর এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। কারণ তিনি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেন; রক্ত, রিরিংসা ও সংঘাতময় পৃথিবীর পতনশীলতা থেকে শেষ মুক্তি ও আশ্রয় মেলে কেবল প্রকৃতির সান্নধ্যি।

বিশ্বসাহিত্যে এমন কবির সংখ্যা নিতান্তই কম। এই হিসেবে বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দকেই খুঁজে পাওয়া যায়। তার কবিতায় প্রকৃতির বৈচিত্র্য রয়েছে, প্রকৃতির বিভিন্নরূপ রয়েছে। জীবনানন্দের নিজস্ব-দৃষ্টি ও সৃজনীশক্তি সবকিছুকেই ছাপিয়ে গেছে। পঞ্চইন্দ্রিয়ের পাশাপাশি আরও অনেক ইন্দ্রিয় কাজ করছে। মনে হয়, একক্ষেত্রে তিনি অজস্র মাছির চোখের মতো পর্যবেক্ষণ করেছেন। সাধারণ দৃষ্টিকিেও তিনি অসাধারণ সৃষ্টিতে রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রকৃতি ভাবনার মধ্যে এসেছে নদ-নদী, গাছ, ফুল, ফল, পশু, পাখি, আকাশ, মাটি, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন জীব ও জড় উপাদান। শুধু জীবনানন্দ নয়, প্রকৃতি প্রেমী সমস্ত কবিকুল বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ঋতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রকৃতির চেহারার বদল ঘটে, তেমনি মানব মনের মধ্যেও আলাদা অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

- "ঝরাপালক" (১৯২৮)
- "ধূসর পান্ডুলিপি" (১৯৩৬)
- "বনলতা সেন" (১৯৪২)
- "মহাপৃথিবী" (১৯৪৪)
- "সাতটি তারার তিমির" (১৯৪৮)
- মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগুলি হল "রূপসীবাংলা" (১৯৫৭)
- "বেলা- অবেলা" (১৯৬১)
- "সুদর্শনা" (১৯৭৩)

উপসংহার:

জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির মধ্যে জীবনের গভীরতম প্রশান্তি অনুভব করতে চেয়েছিলেন। বনলতা সেন কবিতায় উপস্থিতি নিসর্গ পটভূমি আশ্রয় করে কবি শান্তি অনুভব করতে চেয়েছেন। কবি এখানে তার মানুষ প্রতিমাকে সবুজ ঘাসের মতো শান্তিদায়ক ও পেলব স্পর্শ করে অঙ্কিত করেছেন। এইভাবে কবির কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রকৃতি।

গ্রন্থপঞ্জি

1. http://www.wikipedia.org
2. http://www.dailyjanakantha.com
3. http://www.inet.vidyasagar.ac.in
4. http://www.bhugolshiksha.com